গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
www.nabinagar.brahmanbaria.gov.bd

স্মারক নং- ০৫.৪২.১২৮৫.০০০.০৬.০০৩.২৪.২৩.৩১

তারিখঃ ০১ মাঘ ১৪৩০ / ১৫ জানুয়ারি ২০২৪

## জলমহাল ইজারার জন্য অনলাইন আবেদন দাখিল সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা প্রকৃত নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/মৎস্যজীবী সংগঠনের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নবীনগর উপজেলার প্রশাসনের ব্যবস্থাপনাধীন ২০ (বিশ) একর পর্যন্ত বদ্ধ জলাশয়/পুকুর জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর আলোকে ১৪৩১-১৪৩৩ বঙ্গাব্দ সন মেয়াদে ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানের লক্ষে সরকার আরোপিত নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে নিবন্ধনকৃত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/প্রকৃত জেলে/যুব সমিতির নিকট হতে নির্ধারিত ফরমে অনলাইনে আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে।

০২. জলমহাল ইজারা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে jm.lams.gov.bd লিংকে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে অনলাইন আবেদন দাখিল করা যাবে। তাছাড়া জলমহাল আবেদনের আহ্বান বিজ্ঞপ্তিটি nabinagar.brahmanbaria.gov.bd ওয়েব সাইটে পাওয়া যাবে।

উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক ২০ (বিশ) একর পর্যন্ত সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা সিডিউল-

| ক্র. | তারিখ | গৃহীত কার্যক্রম |
|---|---|---|
| ১. | ০৯ মাঘ থেকে ০৩ ফাল্গুন এর মধ্যে | অনলাইন ইজারার আবেদন দাখিল। |
| ২. | ০৩ ফাল্গুন এর পরবর্তী ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে | অনলাইনে আবেদন দাখিলের প্রিন্টেড কপি ও জামানতের মূল কপি সীলগালা মুখবন্ধ খামে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, নবীনগর দাখিল। |
| ৩. | ১৬ ফাল্গুনের মধ্যে | অনলাইন প্রাপ্ত আবেদনসমূহ এবং দাখিলকৃত প্রিন্টেড কপি যাচাই-বাছাই। |
| ৪. | ২৬ ফাল্গুনের মধ্যে | উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন ও অনুমোদন। |
| ৫. | ১০ চৈত্রের মধ্যে | ইজারা অনুমোদনের জন্য জেলাপ্রশাসক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া বরাবর প্রেরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং জেলাপ্রশাসক কর্তৃক অনুমোদন। |
| ৬. | ১৭ চৈত্রের মধ্যে | উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক ইজারাদেশ প্রদান ও ইজারাগ্রহীতাকে অবহিতকরণ; |
| ৭. | ২৩ চৈত্রের মধ্যে | ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক নির্ধারিত কোডে সাকুল্যে ইজারামূল্য ও অন্যান্য সরকারি করাদি জমা প্রদান এবং ইজারা গ্রহীতার সাথে ইজারা চুক্তি সম্পাদন। |
| ৮. | ০১ বৈশাখ | ইজারা গ্রহীতাকে জলমহালের দখল বুঝিয়ে দেয়া। |

১৪৩১-১৪৩৩ বঙ্গাব্দের জন্য ইজারাযোগ্য জলমহালের তালিকা

| ক্র: নং | জলমহাল/খাস পুকুরের নাম | মৌজার নাম | দাগ নং | পরিমাণ (একর) | ১৪৩১ বাংলা সনের সরকারি ইজারামূল্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | নবীনগর খাস পুকুর | নবীনগর | ১১৯৬ | ১.২২ | ২২,৫২৩/- |
| ০২ | নারায়ণপুর খাস পুকুর | নারায়ণপুর | ২৭৪/৪১১ | ০.৪০ | ৮,৭১৫/- |
| ০৩ | গোপালপুর খাস পুকুর | গোপালপুর | ১৬৩৭/২৬৫ | ০.৪৭ | ৯,১২৯/- |
| ০৪ | গোসাইপুর খাস পুকুর | গোসাইপুর | ৫২৩/৭০০ | ০.৬৪ | ১০,০৫০/- |
| ০৫ | বড়াইল খাস পুকুর | বড়াইল | ৯৭৯/১৫৭২ | ০.৬২ | ১২,৫০৬/- |
| ০৬ | খারঘর খাস পুকুর | খারঘর | ২৭১/৪৬৭ | ১.০৩ | ২৪,১৫০/- |
| ০৭ | খারঘর খাস পুকুর | খারঘর | ৩৮০/৫৭৬ | ০.৪৯ | ৮,৮৯০/- |
| ০৮ | চর গোসাইপুর খাস পুকুর | চর গোসাইপুর | ৯৬৬ | ১.১০ | ১৮,১৭৫/- |
| ০৯ | চর গোসাইপুর খাস পুকুর | চর গোসাইপুর | ১১০৭ | ১.৩০ | ১৮,২৫০/- |
| ১০ | জালশুকা খাস পুকুর | জালশুকা | ১৪২/১৭০ | ০.৭০ | ৫,৭৩৩/- |
| ১১ | জালশুকা খাস পুকুর | জালশুকা | ১০৫/৬৭ | ০.২৭ | ৪,১২৩/- |
| ১২ | জালশুকা খাস পুকুর | জালশুকা | ৭৩/১০৯ | ০.৩৫ | ৫,৪১৮/- |

চলমান পাতা- ২

| ক্র: নং | জলমহাল/খাস পুকুরের নাম | মৌজার নাম | দাগ নং | পরিমাণ (একর) | ১৪৩১ বাংলা সনের সরকারি ইজারামূল্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৩ | সেমন্তঘর খাস পুকুর | সেমন্তঘর | ৯৮৪ | ২.৮১ | ২৮,৪৮৪/- |
| ১৪ | সেমন্তঘর খাস পুকুর | সেমন্তঘর | ৭৯৫ | ১.২৯ | ১৯,৬৮০/- |
| ১৫ | জুলাইপাড়া খাস পুকুর | জুলাইপাড়া | ২৮৯/৪৫২ | ১.০১ | ১৭,৪৬৪/- |
| ১৬ | শিবপুর খাস পুকুর | শিবপুর | ২২০/৫৮১ | ০.৫২ | ৮,৪৫৩/- |
| ১৭ | ওয়ারুক খাস পুকুর | ওয়ারুক | ৫৪৮/৮৭৭ | ১.৭৬ | ২১,৪২৭/- |
| ১৮ | ওয়ারুক খাস পুকুর | ওয়ারুক | ৬০৭/৮৩৫ | ১.৯৭ | ২২,৮৮৮/- |
| ১৯ | ওয়ারুক খাস পুকুর | ওয়ারুক | ৩১৮/৬১৯ | ১.৮২ | ২১,৪২৭/- |
| ২০ | আকবপুর খাস পুকুর | আকবপুর | ৩১৮/৬৩০ | ১.২০ | ১৭,৪৪৫/- |
| ২১ | সময়পুর খাস পুকুর | সময়পুর | ৮৭৩ | ০.২২ | ৪,২৪৮/- |
| ২২ | সময়পুর খাস পুকুর | সময়পুর | ১৩৭৮ | ০.৩৮ | ৭,১৪০/- |
| ২৩ | মহেশপুর খাস পুকুর | মহেশপুর | ২১২১ | ০.৬৯ | ১১,৯১৮/- |
| ২৪ | গোবিন্দপুর খাস পুকুর | গোবিন্দপুর | ১৪৮ | ০.৬৭ | ৭,১৪০/- |
| ২৫ | গুড়িগাঁও খাস পুকুর | গুড়িগাঁও | ৮৫৬ | ০.৭০ | ৭,১৪০/- |
| ২৬ | শাহপুর খাস পুকুর | শাহপুর | ৩৯০৭ | ১.১০ | ২০,৬৩৯/- |
| ২৭ | শাহপুর খাস পুকুর | শাহপুর | ১১১৩ | ০.১২ | ২,৩৬৬/- |
| ২৮ | শাহপুর খাস পুকুর | শাহপুর | ১১১৪ | ০.৬০ | ৯,৫৭৬/- |
| ২৯ | চেচরা খাস পুকুর | চেচরা | ৩৬৭ | ১.৫০ | ১৭,২৬৯/- |
| ৩০ | চতুরঙ্গাখোলা খাস পুকুর | চতুরঙ্গাখোলা | ২৬ | ১.০৮ | ২১,১৯৬/- |
| ৩১ | চতুরঙ্গাখোলা খাস পুকুর | চতুরঙ্গাখোলা | ৩৮২ | ০.৯৬ | ১৩,৬৫২/- |
| ৩২ | গোলপুকুরিয়া খাস পুকুর | দামলা | ৮৫১/১১২ | ১.৩০ | ২৭.৭৮৩/- |
| ৩৩ | আহাম্মদপুর খাস পুকুর | আহাম্মদপুর | ৬৪৯ | ০.৯১ | ১২,৭৩৫/- |
| ৩৪ | আহাম্মদপুর খাস পুকুর | আহাম্মদপুর | ৯৯১ | ১.৯২ | ১৪,৯৬৮/- |
| ৩৫ | লাউরফতেহপুর খাস পুকুর | লাউরফতেহপুর | ৪৮৭ | ৩.৯৪ | ১,৫৭,৫০০/- |
| ৩৬ | থোল্লাকান্দি খাস পুকুর | থোল্লাকান্দি | ৫৭৪/২০৪১ | ০.৫৮ | ৩১,৯৫০/- |
| ৩৭ | নুর জাহানপুর খাস পুকুর | জাফরাবাদ | ২৮২৭ | ৪.৪০ | ৬৮,০৬৩/- |
| ৩৮ | মালাই খাস পুকুর | মালাই | ২০৪/৪৩৪ | ১.০৪ | ১৯,০৬৮/- |
| ৩৯ | মালাই খাস পুকুর | মালাই | ১০৭৬/ ১৭৬৬ | ১.০৪ | ১৯,৩৮৩/- |
| ৪০ | কাঠালিয়া খাস পুকুর | কাঠালিয়া | ৭৭৩ | ১.২৮ | ১৯,৭৭২/- |
| ৪১ | রসুল্লাবাদ খাস পুকুর | রসুল্লাবাদ | ২৭৫৮ | ১.৮০ | ২০,৯৪০/- |
| ৪২ | রসুল্লাবাদ খাস পুকুর | রসুল্লাবাদ | ৩৩৮৩ | ০.৭২ | ৯,৮৮৮/- |
| ৪৩ | মোল্লা খাস পুকুর | মোল্লা | ৩৭৬/৭২৭ | ১.২৯ | ১৮,১৫৮/- |
| ৪৪ | বিলকেদারখোলা খাস পুকুর | বিলকেদারখোলা | ৫৪২/ ২৩২২ | ৫.৯২ | ৬০,১৯৭/- |
| ৪৫ | আমতলী খাস পুকুর | আমতলী | ১৮০ | ৮.৩৫ | ২,৯১,৯০০/- |
| ৪৬ | রামনগর খাস পুকুর | রামনগর | ১৩০/১০০ | ১.৯০ | ৩০,০৭১/- |
| ৪৭ | রামনগর খাস পুকুর | রামনগর | ১৮০/১৩৬ | ৩.১৬ | ৪৯,৪২০/- |

## শর্তাবলী

০১. সমবায় অধিদপ্তর/সমাজসেবা অধিদপ্তর হতে নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সমিতি/সংগঠন নির্দিষ্ট বা তীরবর্তী জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য আবেদন করতে পারবে। উক্ত সমিতিতে যদি প্রকৃত মৎস্যজীবী নন এমন কোন সদস্য থাকেন বা কার্য নির্বাহী কমিটিতে থাকেন,তাহলে উক্ত সমিতির আবেদন যোগ্য হবে না।

০২. প্রকৃত মৎসজীবী সমিতি/সংগঠনে যারা সমাজসেবা অধিদপ্তরে কিংবা সমবায় অধিদপ্তর হতে নিবন্ধিত, কেবল তারাই এ ইজারা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবে। কোন ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সমিতি/সংগঠন অংশ গ্রহন করতে পারবে না।

০৩. জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী নিবন্ধিত স্থানীয় প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতির প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। যদি সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী উপজেলা/জেলার মৎস্যজীবী সমিতি/সংগঠন জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদানের বিষয়ে বিবেচনা করা যাবে।

০৪. ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১৪/০৩/২০১২ ইং তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০০৩.১২-২৩৩ নং স্মারকে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন মোতাবেক জলমহালটির নিকটবর্তী মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি পাওয়া না গেলে সমাজ ভিত্তিক মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনার অনুকরণে কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট পুকুর /জলমহালের চারপাশে নিকটবর্তী অবস্থানে বসবাসরত (ক) বেকার যুবক; (খ) মুক্তিযোদ্ধা/মুক্তিযোদ্ধার সন্তান; (গ) যুব

মহিলা; (ঘ) বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা; (ঙ) আনসার ,ভিডিপি ও গ্রাম পুলিশ সদস্য; (চ) দরিদ্র ও অসচ্ছল ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে গঠিত ও সমবায় অধিদপ্তর কিংবা সমাজসেবা অধিদপ্তরের স্থানীয় অফিসে নিবন্ধিত একক সমিতি সংশ্লিষ্ট জলমহাল /পুকুর এর ইজারা কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করতে পারবে।

০৫. আবেদনকারীর সমিতি বর্তমানে কার্যকর আছে তার প্রমাণ সরূপ জেলা বা উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা /সমাজসেবা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র এবং বিগত দুই বছরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করবেন। তবে নতুন নিবন্ধনকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে অডিট রিপোর্ট দাখিল করতে হবে না।

০৬. আবেদনকারী সংগঠন/সমিতি প্রয়োজনীয় তথ্য ও দলিলাদিসহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে ইজারার আবেদন দাখিল করতে পারবে। আবেদন দাখিল করার সময় নিম্নোক্ত কাগজপত্র দাখিল করতে হবে- (ক) সমিতির নিবন্ধন সনদ (খ) সদস্যগণের স্থায়ী ঠিকানাসহ নামের তালিকা (গ) সভাপতি ও সম্পাদকের সত্যায়িত ছবি (ঘ) নির্বাহী সদস্যদের জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি।

০৭. আবেদনপত্রের সাথে সমিতি/সংগঠন লীজ পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহালে মৎস্য চাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/রূপরেখা সংযুক্ত করতে হবে। আবেদন অসম্পূর্ণ থাকলে তা বাতিলযোগ্য বলে গণ্য হবে।

০৮. আবেদনকারী মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি কোন জঙ্গি সম্পৃক্ততা থাকলে এবং পূর্বের কোন জলমহালের ইজারামূল্য পরিশোধে খেলাপী হয়ে থাকলে, জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য কোন আদালতে কোন মামলা থাকলে উক্ত সংগঠন/সমিতি জলমহাল বন্দোবস্ত পাওয়ার যোগ্য হবে না।

০৯. অনলাইনে আবেদন দাখিল সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি/সম্পাদককে মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে অথবা jm.lams.gov.bd লিংকে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে অনলাইনে আবেদন দাখিল করতে হবে। এ সংক্রান্ত নির্দেশিকা উক্ত ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

১০. ইজারার জন্য অনলাইন আবেদন দাখিলের সময়সীমা ০৯ মাঘ থেকে ০৩ ফাল্গুন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত। অনলাইন আবেদন দাখিলের পর আবেদনে বর্ণিত তথ্যাদির গোপনীয়তা প্রযুক্তিগতভাবে আবেদন দাখিলের শেষ সময়সীমা পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হবে। তবে দাখিলকারী আবেদন দাখিলের পর আবেদনের সকল তথ্যাদির প্রিন্টিং কপি সংগ্রহ করতে পারবে।

১১. বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত সংশ্লিষ্ট জলমহালের জন্য অনলাইনে আবেদন দাখিলের শেষ সময়সীমা পরবর্তী ৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনের সকল তথ্যাদি প্রিন্টিং কপিসহ জলমহাল ইজারার জন্য জামানত বাবদ ইজারামূল্যের ২০% পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট জামানত হিসেবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বাঙ্গারামপুর এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মূলকপি সীলগালা মুখবুন্ধ খামে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বাঙ্গারামপুর এ দাখিল করতে হবে। লীজপ্রাপ্ত সমিতির জামানতের অর্থ ইজারা শেষে বছরের ইজারামূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে। জামানত বাবদ দাখিলকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার এর সঠিকতা যাচাই এর স্বার্থে ব্যাংক হতে আবেদনকারী বরাবর সরবারহকৃত (যিনি আবেদন জমা করবেন তার নামে ব্যাংক হতে ইস্যুকৃত) জামানতের পে-স্লিপ (জমার বিবরণ) অবশ্যই আবেদনের সাথে জমা প্রদান করতে হবে। সীলগালাকৃত উল্লিখিত খামের উপরিভাগে জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির জন্য আবেদন কথাগুলো স্পষ্টভাবে লিখতে হবে এবং খামের বাম পার্শ্বের নিম্নভাগে সমিতির নাম ও ঠিকানা লিখিত থাকতে হবে। লীজ প্রাপ্ত হয়নি এমন সমিতির পে- অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট ফেরত প্রদান করা হবে।

১২. কোন নির্দিষ্ট জলমহালের বিপরীতে একাধিক সমিতি/সংগঠন আবেদন করলে এবং সরকারি জলমহাল ব্যাবস্থাপনা নীতি ২০০৯ এর যাবতীয় শর্তের আলোকে উপযুক্ত বিবেচিত হলে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি নিবন্ধিত প্রকৃত মৎসজীবী সমিতি/সংগঠনকে সংশ্লিষ্ট জলমহাল ব্যবস্থাপনা প্রদান করা হবে।

১৩. সময়মত লীজমানি পরিশোধ না করা, তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য কোন বিষয়ে অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে উক্ত জলমহাল ইজারা বাতিল করা হবে এবং পুনরায় অন্যত্র ইজারা প্রদান করা হবে।

১৪. বন্দোবস্ত গ্রহীতা সংশ্লিষ্ট জলমহালের বছর ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম সম্বলিত তথ্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অবগতির জন্য দাখিল করবেন, যা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সরেজমিনে পরিদর্শন/যাচাই করবেন। কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে আইন/বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।

১৫. বন্দোবস্ত গ্রহীতা কোন মৎসজীবী সমিতি/সংগঠন তাদের নামে লীজকৃত জলমহাল কোন অবস্থাতেই সাবলীজ অথবা অন্য কোন ব্যক্তি/গোষ্ঠিকে হস্তান্তর করতে পারবে না এবং কোন উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবে না। যদি তা করে থাকেন তাহলে উক্ত লীজ বাতিল করা হবে। জমাকৃত লীজ মানি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে এবং উক্ত লীজ গ্রহীতা মৎসজীবী সংগঠন/সমিতি পরবর্তী বছর জলমহাল বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোন আবেদন করতে পারবে না।

১৬. কোন মৎসজীবী সংগঠন /সমিতি দুটির অধিক জলমহাল বন্দোবস্ত পাবেনা।

১৭. ১ম বছরে ১৫ চৈত্রের মধ্যেই ২য় বছরের ইজারামূল্য ও করাদি পরিশোধ করতে হবে। নীতিমালা অনুসারে প্রত্যেক বছরের ইজারা মূল্যের সাথে ১৫% হারে ভ্যাট ১০% আয়কর পরিশোধ করতে হবে। সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের পর বন্দোবস্ত গ্রহীতা লীজ চুক্তিপত্র সম্পাদনক্রমে জলমহালের দখল বুঝে নিবেন।

১৮. জলমহাল ইজারার মেয়াদ ১লা বৈশাখ হতে শুরু হবে এবং বছরের যে কোন সময়ে জলমহালের ইজারা গ্রহণ করলেও ইজারা মেয়াদ ১লা বৈশাখ হতে কার্যকর হবে এবং ৩০ চৈত্র তারিখে শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যে যদি কোন কারনে খাস কালেকশন করা হয় তবে তা সরকারি খাতে জমা হবে, ইজারাপ্রাপ্ত সমিতি/সংগঠন পাবে না।

১৯. ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জলমহালের উপর ইজারা গ্রহতীর সকল অধিকার বিলুপ্ত হবে। ইজারা মেয়াদ শেষে কোন জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার কোন প্রকার দাবী/অধিকার/স্বত্ব থাকবেনা এবং উক্ত জলমহালের সকল অধিকার, স্বত্ব ও দখল স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা সরকারের নিকট ন্যস্ত হবে।

২০. সরকারি জলমহাল ইজারা গ্রহণকারী সমিতি/সংগঠনকে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আয়কর ও ভ্যাট প্রদান করতে হবে।

২১. কোন জলমহালের বিষয়ে কোন আদালতে মামলায় নিষেধাজ্ঞা বা স্থিতি অবস্থায় থাকলে সে ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা বা স্থিতাবস্থার আদেশ প্রত্যাহারের পর ইজারা কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

২২. জলমহাল বন্দোবস্ত সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় হতে অফিস চলাকালীন সময়ে জানা যাবে।

২৩. প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে এ ধরণের কোন কার্যক্রম গ্রহন করা যাবে না। জলমহালে প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনসহ কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করা যাবে না। এরূপ করা হলে বন্দোবস্ত বাতিল করা যাবে।

২৪. বন্দোবস্ত/ইজারাকৃত জলমহালে কোথাও প্রবাহমান প্রাকৃতিক পানি আটকে রাখা যাবে না।

২৫. যে সকল জলমহাল থেকে জমিতে পানি সেঁচ প্রদানের সুযোগ রয়েছে সেখান থেকে সেঁচ মৌসুমে সেঁচ প্রদানে বিঘ্নিত করা যাবে না। ইজারাকৃত বদ্ধ জলমহালে মৎস্য চাষের ক্ষতি না করে পরিমিত পর্যায়ে সেঁচ কার্যক্রম পরিচালনা করার সুযোগ থাকবে।

২৬. ইজারাদার ইজারাকৃত জলমহাল ব্যবস্থাপনার অধিকার কেবল ইজারাকৃত জলমহালের সীমানার ভিতর সীমাবদ্ধ থাকবে।

২৭. ইজারাকৃত জলমহালে কোন রাক্ষুসে মাছ চাষ করা যাবে না। বন্দোবস্ত গ্রহীতা সরকারি জলমহালে বিষ প্রয়োগ করে কিংবা নিষিদ্ধ ঘোষিত জাল দ্বারা বা মৎস্য আইনে নিষিদ্ধ অন্য কোন উপায়ে মৎস্য শিকার করতে পারবে না।

২৮. জলমহালসমূহের তীরবর্তী সরকারি ভূমি পরিবেশ বান্ধব করচ গাছের সৃষ্টি করতে হবে, যা মাছ চাষের নিরাপদ আশ্রয়ভূমি হিসেবে গণ্য হবে।

২৯. বর্তমান প্রচলিত নীতিমালা এবং এ বিষয়ে সরকার কর্তৃক সময়ে জারীকৃত সকল বিধি-বিধান/আইন-কানুন বন্দোবস্ত গ্রহীতা মানতে বাধ্য থাকবেন।

৩০. জলমহাল ইজারা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিটি nabinagar.brahmanbaria.gov.bd ওয়েব সাইটে পাওয়া যাবে।

৩১. জলমহাল ইজারা পাওয়ার জন্য অনলাইনে আবেদন দাখিলের সকল শর্তাদি উপজেলা ওয়েব পোর্টাল ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ড এ পাওয়া যাবে।

৩২. কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে যে কোন আইনানুগ পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংযোজনের ক্ষমতা রাখেন।

১৫/০১/২৪
তানভীর ফরহাদ শামীম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
ও
সভাপতি
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
unonabinagar@mopa.gov.bd

স্মারক নং- ০৫.৪২.১২৮৫.০০০.০৬.০০৩.২৪.২৩.৩১/১(৫০) তারিখঃ ০১ মাঘ ১৪৩০ / ১৫ জানুয়ারি ২০২৪

অনুলিপিঃ সদয় অবগতির জন্য-

০১. মাননীয় সংসদ সদস্য, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫, বাঞ্ছারামপুর।
০২. সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩. বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম।
০৪. জেলাপ্রশাসক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
০৫. চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
০৬. ভাইস চেয়ারম্যান/মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
০৭. মেয়র, নবীনগর পৌরসভা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

অবগতি ও কার্যার্থে-

০১. সহকারী কমিশনার (ভূমি), নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
০২. অফিসার ইনচার্জ, নবীনগর থানা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
০৩. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। (তাঁর আওতাধীন সকল মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির মধ্যে বহুল প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো)
০৪. উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। (তাঁর আওতাধীন সকল মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠনের মধ্যে বহুল প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো)
০৫. উপজেলা.....কর্মকর্তা, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
০৬. সহকারী প্রোগ্রামার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। (বিজ্ঞপ্তিটি ওয়েব পোর্টালে প্রকাশ করার অনুরোধ করা হলো)
০৭. চেয়ারম্যান.....ইউনিয়ন পরিষদ (সকল), নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। (বিজ্ঞপ্তিটি ঢোল সহরতের মাধ্যমে বহুল প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো)
০৮. ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা.....(সকল), নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। (বিজ্ঞপ্তিটি ঢোল সহরতের মাধ্যমে বহুল প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো)
০৯. সম্পাদক, দৈনিক.....। (বিজ্ঞপ্তিটি আগামী.....খ্রি. তারিখের মধ্যে পত্রিকার ভিতরের পাতায় একদিন স্বল্প পরিসরে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো )
১০. এ কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ড, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

29/03/28
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।